তারিখ 05 JUL 1985
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

সংবাদ
00 010

সংবাদ 05 JUL 1985
ঢাকা : শুক্রবার, ২০শে আষাঢ়, ১৩৯২

দূরশিক্ষণ কার্যক্রমের যাত্রা

অবশেষে সীমিতভাবে হলেও দেশে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতির আলোকে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে। গত ১লা জুলাই হতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দূর শিক্ষণ পদ্ধতিতে বি,এড কোর্স চালু করা হয়েছে। আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

এদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় সকল পর্যায়েই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা অনেক কম। বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই সঙ্কট অধিকতর প্রকট। স্বাধীনতার পর দেশে একটিও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়নি। বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডবল শিফট চালু করে সমস্যা কিছুটা সমাধান করার প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন করেছেন। কিন্তু যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলোতে একটি শিফটই ঠিকমত চলছে না সেখানে বর্তমান অবস্থায় এই প্রস্তাব কতটুকু কার্যকর হবে তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। তাছাড়া যে দু'একটি প্রতিষ্ঠানে রাত্রিকালীন এম এ কোর্স চালু রয়েছে সেগুলোর পরীক্ষার ফলাফল মোটেই সন্তোষজনক নয়। তদুপরি একটি শিফট ভালভাবে চালাবার মত পর্যাপ্ত শিক্ষক ও বই-পুস্তকও সব বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। দু'শিফট চালু করতে হলে আগে এইসব শর্ত পূরণ করতে হবে।

দূরশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে চালু করা হলে আসন সংখ্যার অভাবে যাঁরা ভর্তি হতে পারেন না তাঁরা ছাড়াও দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বেকার বসে থাকা কিংবা চাকরিরত ব্যক্তিরাও উচ্চ শিক্ষার অধিকতর সুযোগ পাবেন।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা এ দেশেও নতুন নয়। বিভিন্ন বিষয়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দেবার পদ্ধতি দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চালু রয়েছে। এ দেশে থেকেও অনেকে বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে করেসপনডেন্স কোর্সের মাধ্যমে পেশাগত বা উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করছেন।

দূর শিক্ষণ কার্যক্রম মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি দিক মাত্র। আমরা এর আওতাকে সম্প্রসারণ করার বিষয় বিবেচনা করে দেখার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই। এই ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বটা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে সীমাবদ্ধ না রেখে উন্মুক্ত করে দেয়া যেতে পারে। কোন প্রাইভেট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন এবং ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা অর্থ ব্যয় করে তাদের কাছে লেখাপড়া করতে যায় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব কমা ছাড়াও সরকারের অর্থ ব্যয়ও অনেক কমবে। এই অর্থ সরকার শিক্ষার জন্যই অন্য ক্ষেত্রে ব্যয় করতে পারবেন। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় সাধনের জন্য পাঠ্যক্রম তৈরী, পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফল প্রকাশের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কেই গ্রহণ করতে হবে।

উন্মুক্ত শিক্ষা দান পদ্ধতিকে ব্যাপকতর এবং ফলপ্রসূ করতে রেডিও-টেলিভিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া এ লক্ষ্যে মফস্বলে পাবলিক লাইব্রেরীগুলোতে উচ্চ শিক্ষার জন্য বই-পুস্তক সরবরাহ করা দরকার।

তবে একথাটা মনে রাখতে হবে যে, দূরশিক্ষণ পদ্ধতি বা উন্মুক্ত শিক্ষা কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুরো বিকল্প নয়। বিভিন্ন কারণে যারা নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, প্রধানতঃ তাদেরকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্যই বিভিন্ন দেশে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বকে কোনভাবেই কমিয়ে দেখার অবকাশ নেই। আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দুটো ব্যবস্থার প্রতিই যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।